



300472 - কোন ময়েরে উপর তার ভাইয়ের আনুগত্য করা কি ওয়াজবি; বিশেষতঃ সে যদি ছোট ভাই হয়?

প্রশ্ন

আমার চয়ে পাঁচ বছরে ছোট ভাই যখন আমাকে চা বা কফি বানাতো বলে তার কথা শুনাই কি ওয়াজবি? অথচ সে আমার কথা শুনতে না; যখন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যতে বলে কিংবা অন্য কোন স্থানে নিয়ে যতে বলে। আমার মা বলেন: তাকে সম্মান করা আবশ্যিক; যহেতে সে পুরুষ আর আমি মহিলা। বরঞ্চ বপিরীতটিকি সঠিকি নয়? যহেতে আমি তার চয়ে পাঁচ বছরে বড়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ভাইদের ও বোনদের মাঝে সম্পর্ক স্নহে-প্রীতি, ছোটরা বড়দেরকে সম্মান করা, বড়রা ছোটদেরকে স্নহে করার উপর প্রতীতি। যমেনটি ইমাম তরিমযি (১৯১৯) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নহে করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” [আলবানী হাদিসটিকে ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে সহিহ বলছেন]

মুনাওয়া বলেন:

“বড়কে তার প্রাপ্য অধিকার সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে।” [ফায়যুল কাদরি (৫/৩৮৮) থেকে সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, নারীর উপর আনুগত্য করা ওয়াজবি হল: পতিমাতার ও স্বামীর— শরিয়তে সুবদিতি নীতমালা ও শর্তসমূহ সাপেক্ষে।

আরও জানতে দেখুন: [43123](#) নং ও [269847](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পক্ষান্তরে, ভাই বড় হোক কিংবা ছোট হোক বোনরে উপর তার আনুগত্য পাওয়ার কোন অধিকার নাই; যতক্ষণ সে বোন পতির কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে এবং সে ভাই তার আইনানুগ অভিব্যক না হয়।

কবেলমাত্র বয়রে অভিব্যকত্ব ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানরে ক্ষেত্রে ভাইয়ের চয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্য অভিব্যক না থাকলে সে ক্ষেত্রে বোনরে উপর তার কর্তৃত্বরে অধিকার রয়েছে। প্রশ্নে যে দায়িত্বরে কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটি সটোর সাথে সম্পৃক্ত। সে দায়িত্বরে দাবী হচ্ছে ভাই বোনরে প্রতী যত্নশীল হবে, বোনরে আবশ্যকীয় খরচ বহন করবে যদি



বোনরে খরচ করার মত সম্পদ না থাকে, বোনরে জরুরী চিকিৎসার খরচ বহন করবে যদি স্টো তার সাধ্যে থাকে, বোনকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে কিংবা অন্য যত্নে স্থানে তার যাওয়ার প্রয়োজন হলে তাকে সেখানে নিয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের সকলে দায়িত্বশীল। সকলকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে”।[সহি বুখারী (৮৯৩) ও সহি মুসলিম (১৮২৯)]

খুব সম্ভব নারীর একজন দায়িত্বশীল পুরুষের তীব্র প্রয়োজন ও তার নিজের কাজ নিজের আঞ্জাম দায়ের দুর্বলতা বিবেচনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের ব্যাপারে সবশেষে ওসয়িত করে গছেন: “তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার ভাল ওসয়িত গ্রহণ কর।”[সহি বুখারী (৩৩৩১) ও সহি মুসলিম (১৪৬৭); হাদিসটির ভাষ্য মুসলিমের এবং এ অর্থবোধক অনেকে মশহুর হাদিস রয়ছে]

পক্ষান্তরে, জীবন ধারণের নানা বিষয়ে আপনার ভাইয়ের আনুগত্য করা এটি সু-আচরণ ও আত্মীয়ের বন্ধন রক্ষার অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ আমাদেরকে যা রক্ষা করার নির্দেশে দিয়েছেন। এটি সম্ভবপর নয় যে, সম্ভ্রান্ত পরিবার ও ঘরগুলোর সম্পর্কগুলো কেবল আবশ্যকীয় দায়িত্ব, অধিকার, আইন, বিচার- এ সবের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। কক্ষনো নয়; এ সবের ওপর ভিত্তি করে পারিবারিক জীবন সুন্দরভাবে চলতে পারে না। বরং হৃদয়তা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, উত্তম আচরণ, সু-ব্যবহার ইত্যাদি পরিবারে বিরাজ করা বাঞ্ছনীয়। কোন মানুষ এ ক্ষেত্রে যেত বেশি সম্পর্করক্ষাকারী হবে সে আল্লাহর কাছে ততবেশি সওয়াব ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

আরও বেশি দেখুন: 12292 নং ও 72834 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।